দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 12 JUL 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম 5 ...

035

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু কেন? আমরা যদি গ্রামগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখা যায় সেখানে প্রায় সব মহিলা অশিক্ষিত। নারীরা সব সময় ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকে এবং সাংসরের আয়ের একমাত্র পথ পুরুষরাই। জীবন ধারণ করতে গিয়ে পরিবারে দেখা দেয় নানাবিধ সমস্যা যেমন অর্থনৈতিক দিক থেকে সংসারকে টিকিয়ে রাখার জন্য স্বামীকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়।

এর পরে দেখা যায় সংসারে নানারকম অভাব অভিযোগ। ফলে সংসারে দেখা দেয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ বিবাদ এবং বড় রকমের অশান্তির সৃষ্টি হয়। আজ যদি সমাজের নারীরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারতো তাহলে আমাদের সমাজ সংসারে থাকতো না এতটা অর্থনৈতিক সংকট। আমরা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাই স্বামীর হাতে স্ত্রী এবং স্ত্রীর হাতে স্বামীর খুন। এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য একমাত্র শিক্ষাই দায়ী। আজ যদি নারীরা সুশিক্ষিত হওয়ার পুরোপুরি সুযোগ পেতো তাহলে তাদের মন-মানষিকতা হতো উন্নত এবং অনুভূতি শক্তি হতো তীব্র। দেশ, সমাজ এবং মানুষের প্রতি থাকতো তাদের সুচিন্তিত মন। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণাও হতো পুরুষের সমকামী। তাহলে নারীরা আজ তাদের অধিকার এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হতো না। এ সব নানাবিধ কারণে বিভিন্ন মহিলা সামাজিক সংগঠন নারীদেরকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করছে এবং এসব সংগঠনের নেত্রীগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, "শিক্ষা বিস্তারই" এসব অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধ।

এসব কারণে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে হলে প্রয়োজন একটা পৃথক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশে যদি মহিলাদের জন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয় তবে, তা সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করবে যা সমাজে মেয়েদেরকে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে এবং মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করতে সক্ষম হবে।

এর সুফল শুধু মহিলারাই ভোগ করবে না, সমগ্র জাতি এর সুফল ভোগ করবে। কিঞ্চিত হলেও কিছুটা ভর্তি ও মেধার অপব্যাহার দূর হবে। এবং ভর্তি প্রতিযোগিতার কিছুটা হ্রাস পাবে। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার পথ বহুলাংশে সুগম হবে।